যীশু কে, আপনি কী বলেন?

মার্ক ৮:২৭-৩৩

সময় আসে যখন সম্পর্ক একান্ত ব্যক্তিগত হতে বাধ্য হয়। যখন সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে, না শেষ হবে। এমন চরম মুহূর্তে যে প্রশ্নটি আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, তা হল, সেই ব্যক্তিটি আমার জীবনে কে? তাকে আমি কী বলি?

আমরা যারা বিবাহিত, বিবাহের পূর্বে তাদের অনেকেই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যখন আমাদের মেলামেশা কেবল বন্ধুত্বে সীমাবদ্ধ না হয়ে, আরও ঘনিষ্ঠ হবে, না শেষ হবে, সেই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছিল। যখন আমরা আমাদের হৃদয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার জীবনে সে কে? কেবল সঙ্গী? কেবল বান্ধবী? শ্রেষ্ঠ বন্ধু? জীবনসঙ্গী? কে, সে আমার জীবনে?

আমরা যারা মণ্ডলীতে যোগদান করি, আমাদের প্রত্যেকেও এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যখন যীশুর বিষয় আমাদের প্রত্যেককে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। যীশু কে, আপনি কী বলেন? যীশু নিজে তা আপনার কাছে জানতে চান। যীশু তাঁর পার্থিব জীবনে শিষ্যদের কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ হবার জন্য যীশু তাদের কাছে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। শত-শত অসুস্থ তাঁর কাছে এসে সুস্থতা পেয়েছিল। মন্দ-আত্মার দল তাঁকে দেখে পালিয়েছিল। হৃদয়গ্রাহী ও জীবন পরিবর্তনকারী সত্যের সন্ধান তিনি দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে। সমসাময়িক ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতারা তাঁর দ্বারা লজ্জিত হতে বাধ্য হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে ছিল বিভিন্ন মত। অনেকের কাছে তিনি সাধু, আবার অনেকের কাছে তিনি ভূতগ্রস্ত। শিষ্যদের কাছে তিনি কে?

অসংখ্য দেব-দেবী ও তাদের মন্দিরে পরিপূর্ণ কৈসরিয়া-ফিলিপীর পথে যীশু শিষ্যদের কাছে চরম সিদ্ধান্তের সুযোগ উপস্থিত করলেন, তারা কাকে বেছে নেবেন? তার জন্য প্রয়োজন সেই প্রশ্নের উত্তর, "তাদের জীবনে যীশু কে?" সরাসরি তাদেরকে এই প্রশ্ন না করে, যীশু প্রথমে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, যীশুর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা কী? এর উত্তর সহজ, তাই, তারা তাঁকে জানাল, "কেউ বলে আপনি যোহন বাপ্তাইজক, কেউ বলে এলিয়, আবার কেউ বা বলে ভাববাদীদের মধ্যে একজন।" অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের চিন্তায় যীশু একজন ঈশ্বরের লোক, যিনি ঈশ্বরের কথা মানুষকে জানাতে চান, যিনি মহান শিক্ষা-গুরু হিসাবে এসেছেন।

এমন উত্তর শুনে, যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তোমরা কী বল? আমি কে?" অন্যে কী বলে, সে প্রশ্নের উত্তর যদিও সহজ; আপনি নিজে কী বলেন, কী অনুভব বা কি বিশ্বাস করেন, এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। ২, ০০০ বছর আগে, যে প্রশ্ন শিষ্যদের নাড়া দিয়েছিল; আজও একইভাবে সেই প্রশ্ন আমাদের মনকে আলোড়িত করে। যীশু কে? আপনার উত্তর কী? আপনার জীবনে তিনি কে?

পিতরের উত্তর, "আপনি সেই খ্রীস্ট "মশীহ"। পিতর যদিও সঠিক উত্তর দিয়েছিল; তথাপি, পিতরের চিন্তায় 'মশীহ' এবং প্রকৃত 'মশীহ'-র মধ্যে পার্থক্য

ছিল। কারণ, ইহুদিরা সর্বদা স্মরণে রেখেছিল যে, তারা ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদের নিমিত্ত মনোনীত জাতি। তাই, প্রাকৃতিক উপায়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণে তারা সর্বদা সচেষ্ট ছিল। তারা আশা করত, রাজা দায়ূদের সময়ের সমৃদ্ধি আবার দায়ূদের একজন উত্তরসূরীর দ্বারা ফিরে আসবে (যিশা ৯:৭, ১১:১; যির. ২২:৪, ২৩:৫, ৩০:৯)। কিন্তু সময় যত এগিয়ে গেছে, তাদের এই আশা তত কমেছে। অসূরীয়দের দ্বারা পরাজিত তাদের দশ গোষ্ঠী চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়, বাবিলীয়দের দ্বারা অবিশষ্ট পরাজিত হয় ও বিদেশে বন্দিদশা ভোগ করতে বাধ্য হয়। বন্দিদশা থেকে ফিরে আসলেও, এরপর আসে তাদের উপর পারস্যের আধিপত্য, তারপর গ্রিকদের; তারপর অর্থাৎ যীশুর সময়, রোমীয়দের অত্যাচার। তাই, যুগ যুগ ধরে ইহুদিদের কাছে স্বাধীনতা কী, তা জানা ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে একটি নতুন চিন্তার উদয় ঘটে, "স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় তাদের মুক্ত করবেন।" তাই, তারা আশা করত এমন একজন 'মশীহ', যিনি রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতা থেকে তাদের মুক্ত করবেন, যিনি দায়ূদ রাজার ন্যায় (সেনাপতি হয়ে) আপন ক্ষমতায়, রোমীয়দের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবেন। যাঁর দ্বারা রাজনৈতিক শান্তি আসবে, যিনি দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাবেন। পিতর বা অন্য শিষ্যদের চিন্তায়, এমন ব্যক্তিই হলেন 'মশীহ'।

হ্যাঁ, যীশুই 'মশীহ'। কিন্তু, পিতরের চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার পার্থক্য আছে। তিনি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুদের পরাজিত করবেন, এমন নয়; তিনি ইস্রায়েলের সাম্রাজ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তারিত করবেন, এমনও নয়। তাই, এমন ভুল ধারণা যাতে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে; তিনি তাদের সেই কথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন (৩০ পদ)। যীশু কে, তা যীশু নিজে তাদের কাছে প্রকাশ করলেন, "মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে . . . হত হতে হবে, . . . তিনদিন পরে আবার উঠতে হবে" (৩১ পদ)। পিতর এমন কথা কখনও শুনতে চায়নি। কারণ, তার চিন্তায় 'মশীহ' অন্য ব্যক্তি। তাই, পিতর যীশুকে অনুযোগ করতে শুরু করল (৩২ পদ)। কিন্তু যীশু চান তার সংশোধন, তাই তার মধ্যে কার্যকারী 'শয়তান'কে তিনি অনুযোগ করলেন।

আমরাও যদি যীশু কে, তা জানতে চাই, তিনি নিজের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সেই কথা অনুসারে তাঁকে জানতে হবে। আমাদের নিজেদের মনগড়া 'মশীহ' হিসাবে তাঁকে চিনলে ভুল হয়ে যাবে। তিনি আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে আসেননি, কিন্তু পাপ ও মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। তাই, তাঁকে আমাদের পরিবর্তে পাপের ফল, অর্থাৎ দুঃখ ও মৃত্যুভোগ করতে হয়েছিল। তিনি বিশ্বাসী আমাদের, সকল পাপ ও মৃত্যু নিজে ভোগ করেছেন। মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়ে পাপ ও মৃত্যুর উপর তিনি জয়লাভ করেছেন। তাই, আমরা পেয়েছি মুক্তি, পাপ ও মৃত্যুর উপর জয়। পিতরের মশীহ পার্থিব শক্তিকে পরাজিত করতে পারলেও, একমাত্র যীশুই মৃত্যুকে জয় করেছেন। তাঁর সিংহাসন কেবল জেরুশালেমে নয়, কিন্তু অনন্তকালের জন্য সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী (ফিলি. ২:৯-১১ পদ)।

আপনি কি যীশুকে এইভাবে চেনেন?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)